যোনি

স্রাব

া র্ া র া স্রাব

01

যোনিস্রাব কি?

যোনি থেকে নির্গত হওয়া তরল হল যোনিস্রাব। যোনি আকারে একটি ৮ –১২ সেমি (৪ – ৬ ইঞ্চি) লম্বা নলের মত। এটির এক প্রান্ত যৌনাঙ্গের মুখে এবং আরেক (ভিতরের) প্রান্ত জরায়ুর মুখে বন্ধ হয়। যৌন উত্তেজনার সময় জরায়ু এবং যোনির আস্তরণ থেকে যোনি স্রাব উৎপাদিত হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় বিভিন্ন ব্যাক্টেরিয়া, ছত্রাক, এবং পরজীবী জীবাণু যোনিতে বসবাস করে, কিন্তু এগুলি কোনো রোগ সৃষ্টি করে না। যোনির পরিবেশ সাধারণত অম্লীয়, কারণ স্বাভাবিক অবস্থায় বসবাসকারি ব্যাক্টেরিয়া এখানে ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি করে। এই ব্যাক্টেরিয়াগুলি যোনিপথকে রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাক্টেরিয়া থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। ক্যান্ডিডাও খুব কম সংখ্যায় কোন উপসর্গ সৃষ্টি না করে যোনিতে বাস করতে পারে। কিছু কিছু শারীরিক সমস্যা যোনি স্রাবকে পরিবর্তিত করে। যেমন গর্ভাবস্থায় স্বাভাবিক স্রাব বৃদ্ধির পায়; গর্ভাবস্থার জরায়ুর মুখের মিউকাস ঘন এবং স্বচ্ছ। ডায়াবেটিস, গর্ভাবস্থা, এইচআইভি সংক্রমণ, অথবা অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহারের কারনে রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা হ্রাস পেলে, স্বাভাবিক ব্যাক্টেরিয়া বিপর্যস্ত হতে পারে এবং এর ফলে ক্যান্ডিডা সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। অনেক ক্ষেত্রে কিছু মহিলাদের মধ্যে বারংবার ক্যান্ডিডা সংক্রমণ হয় কিন্তু এর সঙ্গে কোন অন্তর্নিহিত সমস্যার যোগ পাওয়া যায় না। এর কারন যোনির দুর্বল প্রতিরোধ ক্ষমতা হতে পারে – যে কারণে হয়তো চিকিৎসা সত্বেও ক্যান্ডিডা সংক্রমণের পুনরাবৃত্তি হয়।

02

কি কি ধরনের যোনিস্রাব হয়?

স্বাভাবিক স্রাব

স্বাভাবিক স্রাব হল জরায়ুর মুখ থেকে উৎপাদিত শ্লেষ্মা। মাসিক চক্র জুড়ে হরমোনের মাত্রার পরিবর্তনের কারণে পরিমাণ পরিবর্তন হয়; এটি পুরোপুরি স্বাভাবিক। অনেক সময় ডিম্বস্ফোটনের সময়ের কাছাকাছি যোনিস্রাবের বৃদ্ধি হয়। কখনও কখনও গর্ভাবস্থায় বা মৌখিক গর্ভনিরোধক ওষুধের কারণে যোনি স্রাব বৃদ্ধি পেতে পারে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে এর অর্থ এই নয় যে কোনও সমস্যা / অস্বাভাবিকতা হয়েছে। এই ধরনের স্রাব চুলকানি সৃষ্টি করে না, তবে এটি ক্রমাগত ভেজাভাবের জন্যে অস্বস্তির কারণ হতে পারে।

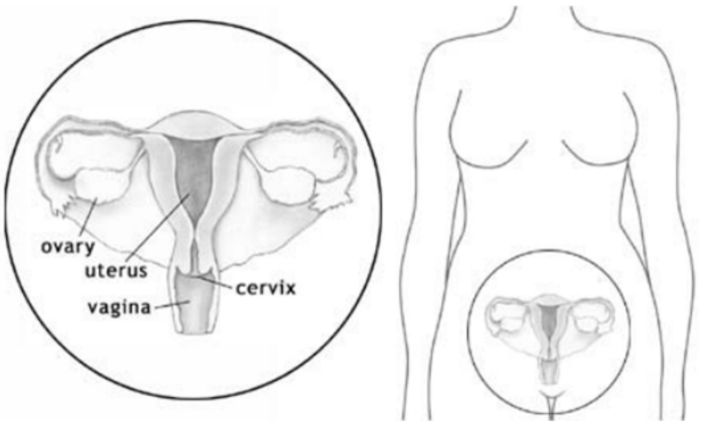

অসব্াভাবিক সর্াব

অসব্াভাবিক সর্াব বিভিন্ন সংকর্মণ এবং পর্দাহের কারণে হয় ।

- বয্াক্টেরিয়াল ভয্াজিনোসিস (বিভি) কিছু ধরনের সব্াভাবিক বয্াক্টেরিয়ার বেশি মাতর্ায় উপসি্থতির কারণে হয়ে থাকে; অল্প উপসি্থত থাকলে এগুলি রোগ সৃষি্ট করে না । বিভি যৌন যোগাযোগের মাধয্মে ছড়ায় না ।
- কয্ানি্ডডিয়াসিস (কয্ানি্ডডা সংকর্মণ) অতয্ধিক কয্ানি্ডডার দব্ারা সৃষ্ট হয়। খুব কম কে্ষতের্ই এটি যৌন যোগাযোগের মাধয্মে ছড়ায় ।
- টর্াইকোমোনিয়াসিস (টিভি) একটি পরজীবীর (খারাপ জীবাণু) দব্ারা সৃষ্ট যৌন সংকর্মণ ।
- ক্লয্ামিডিয়া এবং গনোরিয়া হল বয্াক্টেরিয়া দব্ারা সৃষ্ট যৌন সংকর্মণ।
- ডিসে্কায়ামযা্টিভ ইনফ্লয্াম্মাটরি ভয্াজিনাইটিস একটি বিরল রোগ যা পুঁজের মত সর্াব উৎপাদন করে। এর কারণ অজানা; এটি যৌন যোগাযোগের মাধয্মে ছড়ায় না ।

03

যোনিসর্াবের অনুভূতি কেমন ?

সব্াভাবিক সর্াবের কারনে শুধুমাতর্ আদর্র্তা অনুভূত হয় । কোন অসব্সি্ত হয় না । অসব্াভাবিক সর্াবের কারনে জব্ালা, চুলকানি, পর্সর্াবের সাথে জব্ালা বা যৌন মিলনের সময় বয্থা হতে পারে ।

- বয্াক্টেরিয়াল ভয্াজিনোসিস সাধারণত অসব্সি্তর কারণ হয় না, তবে যৌন মিলনের সময় হালকা জব্ালা সৃষি্ট করতে পারে, এবং মাছের গন্ধ-যুক্ত সর্াব তৈরি করতে পারে ।
- কয্ানি্ডডিয়াসিসের কারনে তব্কে চুলকানি, ফোলা, লালচেভাব এবং বয্াথা হতে পারে।
- টর্াইকোমোনিয়াসিস পর্সর্াবের সময় চুলকানি এবং বয্থার কারন হতে পারে।
- গনোরিয়া এবং ক্লয্ামিডিয়া পর্সর্াবের সময়, যৌন মিলনের সময়, অথবা মাসিকের আগে বা পরে রক্তপাত এবং বয্থার কারন হতে পারে ।

04

যোনিস্রাব কেমন দেখতে?

স্বাভাবিক যোনি স্রাব সাধারণত স্বচ্ছ বা সাদা হয়। অস্বাভাবিক স্রাব বিভিন্ন রঙের (সাদা, ক্রিম, সবুজ, ধূসর, হলুদ), চেহারার (ক্রিমের মতো ঘন, দলা-যুক্ত, জলের মত), পরিমাণের এবং গন্ধের হতে পারে। যৌনাঙ্গে বা যোনিতে সংক্রমণ হলে আপনার যোনি স্রাবের রঙ / চেহারা / পরিমাণ অথবা গন্ধ হঠাৎ করে পরিবর্তিত হতে পারে; সেক্ষেত্রে অবিলম্বে আপনার ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করা উচিত।

05

অস্বাভাবিক স্রাবের কারন কিভাবে নির্ণয় করা হয়?

অস্বাভাবিক স্রাবের কারন শুধুমাত্র স্রাবের চেহারা থেকে নির্ণয় করা যায় না। কোন সংক্রমণ হয়েছে তা নির্ণয় করার জন্য যোনি বা জরায়ুর মুখ থেকে সোয়াব ব্যবহার করে নমুনা নেওয়া হয়, বা প্রস্রাবের পরীক্ষা বা অন্যান্য পরীক্ষা করা হয়।

06

অস্বাভাবিক স্রাবের চিকিৎসা কিভাবে করা হয়?

স্বাভাবিক স্রাবের জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না । অস্বাভাবিক স্রাবের চিকিৎসা সংক্রমণের কারণ নির্ণয় করে তারপর করা উচিত । আপনার যদি ক্ল্যামিডিয়া, গনোরিয়া বা ট্রাইকোমোনিয়াসিস হয়ে থাকে, তাহলে আপনার যৌন সঙ্গীরও পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করতে হবে, এমনকি যদি তাদের উপসর্গ না থাকে তাহলেও । আপনার বর্তমান যৌন সঙ্গী ছাড়াও, আপনার প্রাক্তন যৌন সঙ্গীদেরও পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করা দরকার, নয়ত তারা তাদের বর্তমান যৌন সঙ্গীদের মধ্যে সংক্রমণ ছড়িয়ে দিতে পারে । নিজে নিজের চিকিৎসা করার চেষ্টা করবেন না । ইন্টারনেটে খুঁজে পাবেন এমন অনেক চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই কার্যকর হয় না । ডুস এবং ল্যাকটোব্যাসিলি ট্যাবলেট কিন্তু কার্যকারী চিকিৎসা নয় । আপনার স্রাব স্বাভাবিক কিনা তা নিয়ে যদি সন্দেহ থাকে, আপনার ডাক্তারের সাথে এই নিয়ে আলোচনা করুন । আপনার যদি অস্বাভাবিক স্রাবের সাথে জ্বর বা ব্যথা হয়, আপনার ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন – এগুলি কিন্তু গুরুতর সংক্রমণের লক্ষণ হতে পারে ।